ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

দেনা ৪৭০ কোটি টাকা

১৮৬৪ সালে স্থাপিত ঢাকা পৌরসভার দীর্ঘ ১৩৮ বছরের পথপরিক্রমায় আয়তন, জনসংখ্যা এবং কার্যপরিধি বহুগুণ বেড়েছে। তবে বর্তমানের মতো এতটা আর্থিক সংকটে প্রতিষ্ঠানটি কখনো পড়েছে বলে জানা যায়নি। ৪৭০ কোটি টাকা ঋণের বোঝা ডিসিসির ঘাড়ে। ১৯৮৮ সালে নগর ভবন নির্মাণের জন্য নেয়া ৩৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকার ঋণ ১২ বছরে সুদে-আসলে হয়েছিল ১১০ কেটি টাকা। এভাবেই বেড়ে চলছে দেনার পাহাড়...

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নুরুন্নবীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী ডিসিসি'র কাছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পাওনার পরিমাণ ৪৬৯ কোটি ৭ লাখ টাকা, যা সিটি কর্পোরেশনের ৩টি অর্থবছরের নিজস্ব আয়ের প্রায় সমান। এবং এক অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের সমান (২০০০-২০০১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪৮৭ কোটি ৯৬ লাখ টাকা) এই বিপুল পরিমাণ দেনার কারণে সিটি কর্পোরেশনের বেহাল অবস্থা। উন্নয়ন কর্মকান্ড দূরে থাক, মশার ওষুধ ছিটানো, ঠিকাদারদের পাওনা পরিশোধ এবং যানবাহনের জন্য তেল ক্রয় করার মতো অর্থও সিটি কর্পোরেশনের কাছে নেই। অর্থাভাবে ওষুধ ক্রয় করতে না পারায় প্রায় এক বছর পর্যন্ত মশার ওষুধ ছিটানো বন্ধ রয়েছে। এখন মন্ত্রিপাড়ায় স্বল্প পরিসরে ওষুধ ছিটানো হচ্ছে।

৪৭০ কোটি টাকার মধ্যে ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীরা পাবে ৮৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে মশার ওষুধ সরবরাহকারীরা পাবে ১২ কোটির বেশি। যানবাহনের তেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পাবে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা।

১৯৮৮ সালে নগর ভবন নির্মাণের জন্য ব্যাংক থেকে লোন করা হয়েছিল ৩৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। নগর ভবনের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, এই ঋণ ১৩ বছরে সুদে-আসলে ১১০ কোটি টাকার বেশি হয়েছিল। এখনো এই ঋণের ৬৭ কোটি ৪৬ লাখ টাকা অপরিশোধিত। নগর ভবন নির্মাণ প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা ছিল ৩ বছরে। সেখানে এই প্রকল্প শেষ হতে সময় লেগেছিল ১৩ বছর।

কয়েকটি মার্কেট নির্মাণের জন্য সিটি কর্পোরেশন সোনালী ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ করেছিল ১৩ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। এই অর্থ পুরোটাই অপরিশোধিত রয়েছে।

নগরীর রাস্তা নির্মাণসহ কিছু উন্নয়ন কাজ পরিচালনার প্রয়োজনে ওডি লোনের আওতায় সোনালী ব্যাংক নগর ভবন শাখা থেকে ঋণ নিয়েছিল ডিসিসি। সুদে-আসলে এখন এ বাবদ দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৫ লাখ টাকার বেশি।

বিভিন্ন সরকারি ইউটিলিটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন ডেসা, ওয়াসা, ডেসকো, টিএন্ডটি ডিসিসির কাছে ২২৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা পাওনা রয়েছে। এসব পাওনার পরিমাণ প্রতিদিনই বেড়ে চলছে। ব্যাংক ঋণগুলোরও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়ছে। এ অবস্থা তৈরি হওয়ার প্রধান কারণ ডিসিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি এবং দায়িত্ব পালনে গাফিলতি।

দেনা ৪৭০ কোটি টাকা

দেনার খাত	টাকার পরিমাণ
১. ঠিকাদার/ সরবরাহকারী	৮৪ কোটি
২. নগর ভবন নির্মাণ ঋণ	৬৭ কোটি ৪৬ লাখ
৩. মার্কেট নির্মাণ ঋণ	১৩ কোটি ৮৪ লাখ
৪. উন্নয়নের জন্য ঋণ	৩৩ কোটি ৯৫ লাখ
৫. ডিএসএল (ইউটিলিটি বিল)	২২৫ কোটি ২৫ লাখ
৬. অন্যান্য	৪৬ কোটি ১ লাখ
মোট	৪৬৯ কোটি ৭ লাখ

৭৫ শতাংশ ট্যাক্স অনাদায়ী

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুরুল হুদা ২০০০কে জানিয়েছেন, 'ঢাকা সিটির হোল্ডিং এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যাক্সের মাত্র ২৫ শতাংশ আদায় হয়। বাকি ৭৫ শতাংশ থাকে অনাদায়ী। তিনি জানিয়েছেন, ঢাকা সিটির ৫০ শতাংশ বাড়ি অ্যাসেস করে ট্যাক্স ধার্য করা সম্ভব হয়েছে। এই ৫০ শতাংশের মধ্যে মাত্র

অর্ধেকের ট্যাক্স আদায় হয়।' তিনি আরো জানান, 'ট্যাক্স দেয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা। উচ্চবিত্ত এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবানরা ট্যাক্স দেয় না, বরং ট্যাক্স আদায় করতে কর্মীরা গেলে তাদের অপমান করে। এমনকি শারীরিকভাবেও নির্যাতন করে। ফলে পরবর্তীতে কর্মীরা আর তাদের কাছে ট্যাক্সের জন্য যায় না।'

ট্যাক্স না দিয়ে ব্যবসা

সিটি এরিয়ায় ব্যবসা করতে হলে সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স দরকার হয়। অন্যদিকে রাজউকের নিয়ম হচ্ছে আবাসিক এলাকায় কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাবে না। ফলে সিটি কর্পোরেশন আবাসিক এলাকায় কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স দিতে পারে না।

এতে অসাধু এসব ব্যবসায়ীর হয়েছে পোয়াবারো। তারা ট্রেড লাইসেন্স না নিয়ে, ট্যাক্স না দিয়েই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা সিটির সবগুলো আবাসিক এলাকায় বড়, ছোট এবং মাঝারি ধরনের অসংখ্য ব্যবসা গড়ে উঠছে এবং প্রতিদিনই যার সংখ্যা বাড়ছে। রাজউক বা সরকার এসব নিয়ম ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নিয়েছে এমনটা এ যাবৎ শোনা যায়নি।

অন্যদিকে সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্সেস বিভাগের কর্মকান্ডও নৈরাশ্যজনক। মাস শেষে তারা ঠিকই বেতন নিচ্ছেন। কিন্তু কাজের কাজ করছেন না। বরং অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাসহারা নিয়ে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করছে সিটি কর্পোরেশনকে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুরুল হুদা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সিটি কর্পোরেশনের যে প্রপার্টি রয়েছে তাতে এরকম দু'টি কর্পোরেশন অত্যন্ত ভালোভাবে চালানো যায়। এতে কোনো রকম সরকারি অথবা বৈদেশিক সাহায্যের দরকার হয় না। শুধু হোল্ডিং এবং কমার্শিয়াল ট্যাক্স দিয়ে একটি এরকম কর্পোরেশন চলতে পারে। সিটি কর্পোরেশনের মার্কেটগুলো এবং

হাট-বাজারের আয় দিয়ে আরেকটি কর্পোরেশন চালানো সম্ভব।' কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কমিশনার, রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের দুর্নীতি আর লুটপাটের কারণে ডিসিসি এখন ঋণের ভারে নতজানু হয়ে আছে। দুর্নীতি এখানে এখন নীতি, অনিয়মই এখানে নিয়ম।

সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রথম জনগণের ভোটে নির্বাচিত মেয়র ছিলেন। তার আট বছরের রাজত্বে কর্পোরেশনের সমস্যা লাগামহীনভাবে

তিনি মেয়রের দায়িত্ব নেয়ার পর এবং এর আগে সিটি কর্পোরেশনের বেশকিছু বিভাগে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিগত মেয়রের মতো রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিবেচনায় কিছু কিছু লোকের নিয়োগ এবং পদোন্নতি হয়েছে বলে জানা যায়

কর্পোরেশন কিভাবে চলছে তার খোঁজ-খবর তিনি যেমন রাখেননি, তেমনি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কমিশনারগণ কিভাবে লুটপাট করেছেন তার খোঁজ-খবরও রাখেননি। মূলত তার নির্লিপ্ততা এবং উদাসীনতার জন্যই সিটি কর্পোরেশন আর্থিক এবং প্রশাসনিকভাবে এতটা দুরবস্থায় পড়েছে

বেড়েছে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়, অপচয় এবং লুটপাট হয়েছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বোঝা ফুলে-ফেঁপে মহীরুহ রূপ ধারণ করেছে। সুদর্শন এই রাজনীতিক সুললিত কণ্ঠে বক্তৃতা দিতে যতটা পারঙ্গম, প্রশাসন পরিচালনায় ততটাই অদক্ষতা এবং অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কর্পোরেশন কিভাবে চলছে তার খোঁজ-খবর তিনি যেমন রাখেননি, তেমনি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কমিশনারগণ কিভাবে লুটপাট করেছেন তার খোঁজ-খবরও রাখেননি। মূলত তার নির্লিপ্ততা এবং উদাসীনতার জন্যই সিটি কর্পোরেশন আর্থিক এবং প্রশাসনিকভাবে এতটা দুরবস্থায় পড়েছে।

নতুন মেয়রের চ্যালেঞ্জ

রাজপথের ত্যাগী নেতা সাদেক হোসেন খোকা সম্প্রতি মেয়র হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। পুরনো চাটুকারদের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছু চাটুকার তার চারপাশে ইতিমধ্যেই জুটেছে। বিগত বছরগুলোতে যারা কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিভিন্নভাবে লুটপাট করেছে, তাদের শনাক্ত করে শাস্তি দিতে না পারলে তিনি লুটপাট বন্ধ করতে পারবেন না। আয় বৃদ্ধি, অপচয় রোধ এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মকান্ড নখদর্পণে রাখতে না পারলে তার ব্যর্থতার বোঝা দিন দিন ভারী হতে থাকবে।

তিনি মেয়রের দায়িত্ব নেয়ার পর এবং এর আগে সিটি কর্পোরেশনের বেশকিছু বিভাগে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিগত মেয়রের মতো রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিবেচনায় কিছু কিছু লোকের নিয়োগ এবং পদোন্নতি হয়েছে বলে জানা যায়। যার ফলাফল ভালো হওয়ায় কথা নয়। নিয়োগ এবং পদোন্নতি হওয়া প্রয়োজন যোগ্যতা এবং প্রফেশনালিজমের ভিত্তিতে। তাহলেই একমাত্র এ অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

badrulnabil@hotmail.com